

পবিত্রতা সংক্রান্ত জরুরী কিছু বিধি-বিধান

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সলাত ও সালাম নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে আজমাঈনের প্রতি।

এখানে পবিত্রতা সংক্রান্ত কিছু বিধি-বিধান উল্লেখ করলাম খুবই সংক্ষিপ্তভাবে। এখানে শুধু মূল আমল বা বিধান টি লিখিত আছে। প্রত্যেকটি মাসআলা একটি বড় ফাতাওয়া বা এর অংশবিশেষ থেকে বের করা হয়েছে। প্রতিটি মাসআলার পাশে islamqa.info/en এর মূল ফাতাওয়ার নাম্বার উল্লেখ করা আছে, যে কেউ চাইলে বিস্তারিত সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

- লজ্জাশীলতা যেন একজন কে দ্বীনের ফরজিয়াত, বিধি-বিধান, পবিত্রতার বিষয়াবলী শিখতে বিরত না রাখে, কারন এ ক্ষেত্রে লজ্জা করে দ্বীনের বিধান না শিখা, প্রশ্ন করে না জেনে নেয়া নিন্দনীয়, প্রশংসনীয় নয়। সাহাবাগন, এমনকি মহিলা সাহাবিয়াগনও তাদের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। [214990]
- যদি কারো ঘুম থেকে উঠতে এত দেরী হয়ে যায় যে নামাজের সময় সামান্য বাকি আছে, এদিকে সে অপবিত্র, এ অবস্থায় সে গোছল করে নিবে যদিও তাতে নামাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কারন পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ হয় না। যদি খুবই ঠান্ডা থাকে যার কারনে গরম করা ব্যতীত পানি ব্যবহারে খুবই ক্ষতির আশংকা করে, সে পানি গরম করে গোছল করবে, যদিও নামাজের সময় শেষ হয়ে যায় কারন সে ওয়রগ্রস্ত। [93865]
- ফরজ গোছলের পূর্ণ বর্ণনা:
 - প্রথমে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার জন্য গোছলের নিয়্যত করা,
 - বিসমিল্লাহ বলা।
 - দুই হাত ধুয়ে নেয়া।
 - ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাতে লজ্জাস্থান ধুয়ে নেয়া অতঃপর বাম হাত মাটি বা সাবান দিয়ে ধুয়ে নেয়া।

- তারপর ওয়ু করে নিবে চাইলে তখন পাসহ ধুয়ে পূর্ণ ওয়ু করতে পারে অথবা ওয়ু করবে কিন্তু পা ব্যতীত, গোছলের পরে গোছলের স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পা ধুয়ে নিতে পারে, দুটাই সহীহ।
- অতপর পানি নিয়ে আঙ্গুল দ্বারা চুলের গোড়ায় পানি পৌছাবে। তারপর দুইহাতের আজলা ভরে পানি নিয়ে মাথায় তিনবার প্রবাহিত করবে। লক্ষ্যনীয় মহিলারা তাদের চুল খোপা বাধা থাকলে তা খুলতে হবে না, বরং তিনবার পানি প্রবাহিত করলেই হবে, তবে এটা যাতে খেয়াল করে যে চুলের গোড়ায় যেন পানি পৌছে।
- অতঃপর পুরো শরীর পানি দ্বারা ধৌত করবে, শরীরে কোন অংশ যেন শুকনা না থাকে, প্রত্যেক পশমের গোড়াতে যেন পানি পৌছে। প্রথমে শরীরে ডানদিকে তারপর শরীরের বামদিকে পানি ঢালা। হাত দ্বারা মর্দন করে সব জায়গায় পানি পৌছানো নিশ্চিত করবে।
- যদি প্রথমে ওয়ু করার সময় পা না ধুয়ে থাকে তাহলে গোছলের পর ঐ স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পা ধুয়ে নিবে। [82344, 85065]
- ফরজ গোছলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো জরুরী, অন্যথায় গোছল হবে না। তবে গোছল করার পর যদি দেখে কোন অঙ্গ বা শরীরের অংশবিশেষ শুকনা রয়ে গেছে পানি পৌছেনি, সেক্ষেত্রে শুধু ঐ শুকনা অংশ ভিজিয়ে দিলে বা ভিজা হাত দিয়ে মোছে পানি পৌছে দিলেই হবে, পুনরায় গোছল করতে হবে না। [99538]
- ফরজ গোছলের সময় লজ্জাস্থানে হাত লেগে গেলে ফরজ গোছলের পরে আবার ওয়ু করে নিতে হবে। [82521]
- ওয়ু করার পর কেউ যদি খাবার খায় অতঃপর নামাজ পড়ে, সেক্ষেত্রে নামাজ পড়ার আগে কুলি করে নেয়া মুস্তাহাব।[148981]

- ওযু করার সময় মুখ ধোয়ার পর হাত ধৌত করার সময় হাতের আঙ্গুলের মাথা থেকে শুরু করে কনুই পর্যন্ত হাত ধুতে হবে, শুধুমাত্র কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত ধোয়া যথেষ্ট নয় এই চিন্তা করে যে শুরুতে তো কব্জি পর্যন্ত ধুয়েছি।[2069]
- ওযু করার পর যদি শরীরের কোন অংশ শুকনা থাকে অর্থাৎ পানি না পৌছে তাহলে ওযু হবে না, ঐ ওযু দ্বারা নামাজ পড়ে থাকলে পুনরায় ওযু করতে হবে এবং পুনরায় ঐ নামাজ আদায় করতে হবে। [104354]
- ওযু করার সময় ওযুর অঙ্গে পানি পৌছতে বাধা দেয় যেমন রং, নেইল পালিশ,লিপিস্টিক, আটা, কাদা মাটি, ইত্যাদি সড়িয়ে ফেলা বা পরিষ্কার করা উচিত অন্যথায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি না পৌছলে ওযু হবে না। [88179]
- ওযু করার পর বাতাস বের হয়েছে কি না, ওযু আছে কি নেই এই সন্দেহের ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হলে তার ওযু আছে বলে ধরা হবে। [2163]
- মহিলাদের সামনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হলে তাদের ওযু ভঙ্গ হবে না (কোন কোন মহিলাদের এমনটি হয়)। [2175]
- একজন যদি ভুলক্রমে ওযু ছাড়া নামাজ আদায় করে পরে মনে পড়লে ওযু করে ঐ নামাজ আবার আদায় করে নিবে। [125879]
- অপবিত্রতা বা জানাবাতের অবস্থায় পানি না পেলে অথবা অসুস্থতার জন্য পানি ব্যবহারে অসামর্থ্য হলে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে।[11973]
- তায়াম্মুম করার পদ্ধতি হচ্ছে- তায়াম্মুম করার নিয়তে বিসমিল্লাহ বলে হাতের তালু মাটিতে একবার মারবে, অতঃপর বালু ঝেড়ে ফেলে দিবে, তারপর বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পিঠ অতঃপর ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠ মাসেহ করবে অতঃপর দুই হাত দ্বারা মুখ মাসেহ করবে। [21074]
- ওযু ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করে তিলাওয়াত করা জায়েয নয়, তবে হিফয বা মুখস্ত থেকে তিলাওয়াত করতে পারে ওযু ছাড়া।[10672]

- যেসব পশু ও পাখির গোশত খাওয়া হালাল তার মল-মূত্র পাক, নাপাক নয়, সুতরাং তা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে অপবিত্র হবে না, অপরদিকে যেসব পশু-পাখির গোশত হালাল নয় তার মল-মূত্র শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তা ধুয়ে নেবে, কারন তা নাপাক ।[111786]
- যদি মাটিতে বা ঘরের মেঝেতে পেশাব করে দেয় তার উপর পানি ঢেলে দিলে তা পাক হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি বড় কোন কব্বল-কার্পেট বা এই জাতীয় বড় কিছুতে পেশাব করে দেয় যা বহন করা ও ধোয়া খুবই অসুবিধা যতটুকু জায়গায় পেশাব আছে তার উপর সামান্য পানি ঢেলে দিলে তা পাক হয়ে যাবে। [91478]
- দাত থেকে রক্ত আসলে গিলে ফেলা হারাম, অনিচ্ছাসত্বে বা ভুলে হলে ভিন্ন কথা। [147126]
- যদি মেডিসিন বা দাওয়াইতে এলকোহল থাকে প্রিসারভেটিভ বা সংরক্ষন স্বরূপ এত সামান্য পরিমান যে ঐ দাওয়াই অনেক খেলেও কোন নেশা হয় না তবে ঐ মেডিসিন বৈধ। যদি এত পরিমান এলকোহল থাকে যে ঐ মেডিসিন বেশী পরিমান খেলে নেশাগ্রস্ত হয় তবে তা হারাম। [139482]
- শয়তান একজন মু'মিন কে হতাশ করার জন্য অনেক সময় ওয়াসওয়াসা দিতে পারে যাতে তার ইবাদত করায় অসুবিধা তৈরী করতে পারে, যাতে তাকে হতাশ ও দুঃস্থিতাগ্রস্ত করে দিতে পারে। যেমন, পেশাবের পর কয়েক ফোটা বেরিয়ে আসল কিনা, পেশাবের ছিটা গায়ে লেগে গেল কিনা, বাচ্চার পেশাব গায়ে লেগে গেল কি না, টয়লেটে যাওয়ার পর কাপড়ে কোন অপবিত্রতা লাগল কিনা, কাপড় টি কি পান না নাপাক, নামাজে দাড়ানোর পর ওয়ু ভেঙ্গে গেল কিনা, ওয়ু কি আছে না ভেঙ্গে গেছে ইত্যাদি অনেক সন্দেহ তৈরী করতে পারে, এক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে নিশ্চিত না হলে কোন জিনিস সন্দেহের বশত: ত্যাগ না করা। শরীর, কাপড় বা কোন জিনিস পাক যতক্ষন না নিশ্চিত হয় যে

তাতে নাপাকী লেগেছে, ওয়ু করার পর ওয়ু আছে যতক্ষন না নিশ্চিত হয় ওয়ু ভেঙ্গে গিয়েছে। [101803]

- পবিত্রতার ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে কোন জিনিস কে অপবিত্র ধরা হবে না যদিও সামান্য সন্দেহ থাকে, যদি না নিশ্চিত হওয়া যায়। যেমন- কেউ সন্দেহে পতিত হল তার বাতাস বের হয়েছে কি হয় নি, তার ওয়ু ভেঙ্গে গিয়েছে কি না, এই কাপড়ে নাপাকী লাগল কি লাগে নি, সুতরাং যদি নিশ্চিত না হয় তাহলে ধরা হবে তার ওয়ু আছে, কাপড়টি পাক ইত্যাদি[194190]
- এলকোহল সম্পন্ন পারফিউম ও আতর ব্যবহারে অসুবিধা নেই। কারন নেশা দ্রব্য খাওয়ার ক্ষেত্রে হারাম কিন্তু এই জিনিসটি নাপাক নয়। সুতরাং কাপড়ে বা গায়ে লাগলে অপবিত্র হবে না। [164448]
- পশু জবাই করার সময় যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা অপবিত্র, গায়ে বা কাপড়ে লাগলে অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে পবিত্রতা হাসিলের জন্য। আর জবাইয়ের পর পশুর গোশত-শিরা ইত্যাদিতে যে রক্ত লেগে থাকে তা অপবিত্র নয়। সুতরাং রান্না করার গোশতের সাথে যে সামান্য রক্ত বা লালচে ভাব থাকে তাতে অসুবিধা নেই। [176790]
- ছেলে বাচ্চা যতক্ষন মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য খাবার না খাবে (দুধ খাবার মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত) ততক্ষন পেশাব করলে পানি ছিটা দিলেই হবে। আর মেয়ে বাচ্চার পেশাব প্রথম থেকেই ধৌত করতে হবে। ছেলে বাচ্চা অন্য শক্ত খাবার খেলে ধৌত পেশাব ধৌত করতে হবে। শক্ত খাবার অর্থ এ নয় যে তার মুখে যে একটু আধটু খাবার তুলে দেয়া হয়, বরং সে যখন খাবার চায়, এর দিকে ইশারা করে, এর দ্বারা পুষ্টিপ্ৰাপ্ত হয়, এর দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে, এর জন্য চিৎকার করে তখনই গননা করা হবে যে সে শক্ত খাবার খাচ্ছে। [36877]
- নখ, মোচ, বগল ও নাতীর নীচের পশম সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের মধ্যে অবশ্যই কাটতে হবে।[27070]

- একজনের নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীর, নামাজের জায়গা এবং পোশাক পাক হওয়া শর্ত। [213229]
- বীর্য নাপাক নয়, কাপড়ে বা গায়ে লাগলে অপবিত্র হবে না। যদি জানা যায় কাপড়ের কোন অংশে তা লেগেছে তাহলে তা খুটে পরিষ্কার করতে পারে অন্যথায় ঐ অংশ ধুয়ে ও ফেলতে পারে। যদি না জানে কোথায় লেগেছে তাহলে পানি ছিটা দিলেই হবে। [7776]
- যদি ময়ী বের হয় (বীর্য নয়), পানির মত এক প্রকার রং বিহীন তরল পদার্থ তাহলে লজ্জাস্থান ও শরীরের যেখানে লেগেছে তা ধুয়ে কাপড়ে পানির ছিটা দিলেই যথেষ্টে অতঃপর ওয়ু করে নামাজ-তীলাওয়াত ইত্যাদি করতে পারে। [97942]
- বমি পাক কি নাপাক এই প্রশ্নে সঠিক অভিমত হচ্ছে তা নাপাক নয়। সুতরাং যদি শিশুদের বমি কাপড়ে লেগে যায় এতে অসুবিধা নেই। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ধুয়ে নেয়া যেতে পারে। [42929]
- মহিলাদের সাদাম্রাব নাপাক নয়, সুতরাং শরীরে বা কাপড়ে লাগলে পবিত্রতার জন্য একে ধোয়া শর্ত নয়। তবে অনবরত সাদাম্রাব হলে, তাদের প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওয়ু করা উচিত [202567]
- যেসব মহিলারা অনিয়মিত রক্তস্রাব বা যাকে ইস্তেহাযাহ বলা হয়, তাতে আক্রান্ত হলে, মাসিক নিয়মিত রিতুস্রাবের সময় (যা পূর্ব থেকে তার নির্ধারিত ছিল বা জানত) সে নামাজ ছেড়ে দিবে, অন্য সময় গুলোতে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওয়ু করে নামাজ আদায় করবে। [39494]
- টিস্যু পেপার দিয়ে ইস্তেজা করলে পবিত্র হয়ে যাবে যদি পরিষ্কার ভাবে সাফ করে, বিজোর সংখ্যকবার টিস্যু ব্যবহার করা উত্তম। তবে পানি ব্যবহার করা উত্তম। [2138]
- কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুয়ে ফেলতে হবে, প্রথম বার বা শেষবারে ধুলা, মাটি ইত্যাদি দিয়ে মেজে নিতে হবে। ঐ পাত্রে খাবার, পানি যাই থাকুক তা অপবিত্র হয়ে যাবে, তা ফেলে দিতে হবে।

- কুকুর মুখ দেয়া পানি কাপড়ে বা গায়ে ছিটা লাগলে অপবিত্র হয়ে যাবে, অবশ্যই সেই কাপড় সাতবার ধুয়ে নিতে হবে এবং এর মধ্যে একবার প্রথমে অথবা শেষে মাটি ইত্যাদি দ্বারা ঘষে নিতে হবে। কুকুরের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য একবার মাটি দিয়ে মেঝে নেয়া জরুরী অন্য কিছু নয়, হাদীসে মাটির উল্লেখ আছে। যদি একান্তই মাটি না পায় সেক্ষেত্রে সাবান বা পটাশ ব্যবহার করতে পারে। [194190]
- কারো যদি প্রসাবের পর ফোটায় ফোটায় ঘন, সাদাটে, ধূসর পানি বেরিয়ে আসে, আলেমগন বলেছেন এটা ময়ী নয় বরং এটা হচ্ছে ওয়াদী (বীর্য নয়)। ওয়াদীর হুকুম হচ্ছে অপবিত্র, সুতরাং তা যেন কাপড়ে না লাগে তা খেয়াল রাখা উচিত। ধূসর পানি আসা বন্ধ হয়ে গেলে ইস্তিজা করে নিবে। ওয়াদী আসলে গোছল জরুরী নয় বরং লজ্জাস্থান ধুয়ে ওয়ু করে নিলেই যথেষ্ট।[83987]
- কারো যদি প্রস্রাবের অনিয়মিততা থাকে, অর্থাৎ প্রসাবের পর ফোটা ফোটা বেরিয়ে আসতে থাকে এবং তা নিশ্চিত হয় (কারণ শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে পারে) তাহলে তা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা জরুরী। কাপড়ে বা শরীরে যাতে প্রসাবের ছিটা না লাগে।[83987]]
- যদি এক ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে তার কাপড়ে ভিজা দেখতে পায় তার স্বপ্নের কথা স্মরণ থাকুক আর না থাকুক, গোছল ফরয। অপরদিকে যদি স্বপ্নের কথা স্মরণও থাকে কিন্তু তার কাপড়ে ভিজা দেখতে না পায় তাহলে গোছল করতে হবে না। [22705]
- জানাবাত বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা ও তিলাওয়াত করা জায়েয নেই। কিন্তু কেউ তিলাওয়াত করছে সেটা শুনতে কোন মানা নেই। [147164]
- যদি কেউ ওয়ু করে এবং পরে শয়তান ওয়াসওয়াসা জাগায় যে সে হয়তো ওয়ু যথাযথ করে নি, সুনিশ্চিত না হলে সে যেন এই ওয়াসওয়াসাতে কোন মনোযোগ না দেয়। অনুরূপ কেউ প্রসাব করে

- পানি নেয়ার পর যদি শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয় যে হয়তো এক-দুই ফোটা বেরিয়ে আসল, সে যেন তাতে কোন মনোযোগ ই না দেয় যতক্ষণ না ১০০ ভাগ নিশ্চিত না হবে। এই ধরনের যত ওয়াসওয়াসাই আসবে তার করণীয় হচ্ছে এই দিকে মনোযোগ না দেয়া যদি না শতভাগ নিশ্চিত না হয়। [147336]
- যদি কেউ অসুস্থ হয় এবং তার শরীরে পানি লাগানোর ক্ষেত্রে ভীতি ও আশংকা থাকে, ডাক্তার তাকে পানি লাগাতে মানা করে থাকে ওয়ু-গোছলের স্থলে সে তায়াম্মুম করে পবিত্রতা হাসিল করতে পারে, যতদিনই তার এ জরুরত থাকে সে এভাবে করতে পারে। [147254]
 - অপবিত্র অবস্থায় এবং মহিলারা হায়েমের অবস্থায় কুরআন ছাড়া অন্য কিতাব স্পর্শ করতে পারে ও পড়তে পারে। যেমন, তাফসীর এবং অন্যান্য কিতাব। শর্ত হচ্ছে যদি ঐ কিতাবে কুরআনের আয়াতের চেয়ে অন্যান্য লেখা বেশী থাকতে হবে। [118244]
 - যদি কোথাও প্রসাব বা অপবিত্রতা লেগে যায় এবং নিশ্চিত না হয় যে কোন জায়গায় লেগেছে, সে যেন এতটুকু জায়গা ধুয়ে নেয় যেখানে অধিক সম্ভাবনা যে অপবিত্রতা লেগেছে যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে। কারণ পুরো অংশটি ধোয়া কঠিন হতে পারে। [117053]
 - বিড়াল এবং এর ঝুটা পাক, নাপাক নয়। যেমন বিড়াল যদি কোন পানিতে মুখ দেয় এটা নাপাক হবে না। [176304]
 - কোন পানি যদি অপবিত্রতা মিশেছে বলে নিশ্চিত না হয় তবে ঐ পানি পাক। যতক্ষণ না অপবিত্রতা মিশে ঐ পানির অবস্থা (রং, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি) পরিবর্তন না হয়, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একে নাপাক ধরা যাবে না, কারণ এটা এক ব্যক্তিকে অপ্রয়োজনীয় কাঠিন্যে ফেলবে। [180824]
 - পেশাবের ছিটা যেন কাপড় বা গায়ে না লাগে অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত। অধিকাংশ কবরের আযাব প্রসাবের ছিটার কারণে হয়ে

থাকো।কাপড় বা শরীরে কোথাও পেশাবের ছিটা লাগলে সে যেন ঐ অংশ ধুয়ে নেয়। [2532]

- পেশাব করার কিংবা ইস্তিজা করার সময় কেউ যেন তার লজ্জাস্থান ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে। [2532]
- লোকদের ছায়া গ্রহনের স্থানে কিংবা রাস্তায় মল-মূত্র ত্যাগ করা লা'নত বা অভিশাপ নিয়ে আসে। [2532]
- পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামাজ নেই অর্থাৎ সে যেন প্রথমে তার হাজাত পূরা করে ওযুকরে তারপর নামাজ আদায় করে। অনুরূপ কারো পেটে গ্যাস করছে তা চেপে রেখে যেন নামাজ আদায় না করে। এমনকি তার হাজাত পূরা করে ওযু করে নামাজে শরীক হতে হতে যদি জামাত ছুটে যায় তবুও। অনুরূপ যদি কারো খাবার উপস্থিত হয় এবং সে খাবারের ইচ্ছা রাখে- তবে সে যেন খাবার খেয়ে নেয়, তারপর নামাজ আদায় করে, যদিও তাতে জামাত ছুটে যায়। [20958]
- পেশাব করার পর স্বাভাবিক ভাবেই ইস্তিজা করা উচিত, এমন করার প্রয়োজন নেই যে হটা হাটি করে কিংবা উঠবস করে অবশিষ্ট পেশাব বের করা ইত্যাদি, কারন এতে এক দুই-ফোটা করে বের হয়ে আসতে থাকবে। তার চেয়ে শরীয়াতে যেভাবে আছে, স্বাভাবিক ভাবে পেশাব করার পর পানি বা পাথর, মাটি ইত্যাদি দিয়ে সাফ হবে। পরে আর দেখার চেষ্টা করবে না পেশাব বের হল কিনা...এতে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে পারে। যদি কারো মনে ওয়াসওয়াসা জাগে সে লজ্জাস্থানের আশেপাশে কিছু পানি ছিটা দিয়ে নিতে পারে শয়তান তার মনে কোন সন্দেহ না জাগাতে পারে। [65521]
- বাথরুমে প্রবেশের সময় দোয়া পড়ে নেয়া উচিত, এমনকি পেশাব-পায়খানা ছাড়া অন্য প্রয়োজনেও বাথরুমে প্রবেশ করলে দোয়া পড়ে নেবে, শিশুরা প্রবেশ করার সময় দোয়া পড়িয়ে নেবে, কারন সেখানে শয়তান জ্বিনেরা থাকে।[83393]